



INTERNATIONAL SERVICE  
FOR THE ACQUISITION  
OF AGRI-BIOTECH  
APPLICATIONS



## Bengali Version

মে ০৪, ২০১৬ ইং

### এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়

#### গবেষকবৃন্দ উষ্ণ তাপমাত্রায় ফুল আসা নিয়ন্ত্রনকারী উদ্ভিদ ম্যাকানিজম আবিষ্কার করেছেন

মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকবৃন্দ একটি নতুন ম্যাকানিজম আবিষ্কার করেছেন যার মাধ্যমে উদ্ভিদ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে ফুল ফুটাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী প্রফেসর সুরেশকুমার বালাসুব্রামানিয়ান এর নেতৃত্বে দলটি এই আবিষ্কার করেন যেখানে জেনেটিক, মলিকিউলার এবং পরিসংখ্যানগত জীব বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি সমাহার ব্যবহার করে অ্যারাভিডপিসিস উদ্ভিদে ফুল আনয়ন করা হয়।

বালাসুব্রামানিয়ান ব্যাখ্যা করেন যে, কিভাবে দুইটি প্রধান মৌলিক সেলুলার প্রক্রিয়া একত্রে কাজ করে ফুল আনয়নে বাধা প্রদানকারী প্রোটিনের মাত্রাকে কমিয়ে উদ্ভিদকে উচ্চ তাপমাত্রায় ফুল আনয়নে সহায়তা করে। যেখানে তিনি ১০ বছর পূর্বে তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফুল উৎপাদনের জেনেটিক ভিত্তি আবিষ্কার করেন। এখন কেবলমাত্র সহজলভ্য নতুন পরিসংখ্যানগত এপ্রোচের মাধ্যমে ম্যাকানিজমটি আবিষ্কার করা।

প্রফেসর বালাসুব্রামানিয়ান বলেন “এটি আমাদের জন্য একটি খুবই চমকপ্রদ ব্যাপার যে, আমরা বুঝতে পেরেছি কিভাবে বিভিন্ন ম্যাকানিজম একত্রে কাজ করে আর এই বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় উদ্ভিদের ফুল আসাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি উন্নয়নে নতুন ধার উন্মোচিত করেছে। এই ম্যাকানিজমটি সকল ধরনের অর্গানিজমে উপস্থিত আছে তাই আমরা এই জ্ঞানকে অন্য ফসল উদ্ভিদে স্থানান্তর করতে পারি যা কৃষির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার ধার উন্মোচন করবে”।

বিস্তারিত জানার জন্য মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খবর পড়ুন।

**Read CBD's press release**

### উদ্ভিদ জৈবপ্রযুক্তি ফিলিপাইনে বিস্তারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে

এপ্রিল ২৯, ২০১৬ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলা শহরে একসিয়া হোটেলে ISAAA ব্রিফ ৫১: ২০তম বার্ষিকী (১৯৯৬-২০১৫) ও ২০১৫ সালে বায়োটেক ফসলের উল্লেখযোগ্য অংশ এর উপর একটি প্রেস কনফারেন্সের অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রচার মাধ্যম, একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও ব্যক্তি মালিকাদীন কোম্পানি থেকে ৫০ জনের বেশী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল।

ISAAA এর বোর্ড অফ ট্রাস্টিস চেয়ারম্যান ড. পল এস. টেং প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩৫০,০০০ জন ফিলিপিনো কৃষক ২০১৫ সালে বায়োটেক ছুট্রা চাষাবাদ করেন। ড. গৌর পদা দাস, ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ এর কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর বিটি বেগুন প্রজেক্ট এর উল্লেখযোগ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং ড. এ.এস.এম. মাহবুবুর রহমান খান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশে বিটি বেগুনের বাণিজ্যিককরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ন্যাশানাল একাডেমি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী (NAST) এর একাডেমিশিয়ান ড. ইউফেসিও টি. রাসকো তার বক্তৃতায় বলেন “জৈব প্রযুক্তি বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও উদ্ভিদ জৈব প্রযুক্তি ফিলিপাইনসহ বিশ্ব জুড়ে এর অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে। এটি উন্নয়নশীল দেশের কৃষকের মাঝে জৈব প্রযুক্তির বিস্তারে ISAAA এবং SEARCA এর স্থায়ী উদ্যোগ ও সাহসীকতার প্রতি একটি সমতথন।” এছাড়াও তিনি স্টেকহোল্ডারগণকে অনুপ্রাণিত করেছেন যেন কৃষক ও ভোক্তাকে প্রযুক্তি এমনভাবে প্রদান করা যাতে এগুলি তাদের জীবনজীবীকার উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা ও তাতেও স্বাস্থ্যের ও উন্নয়ন ঘটায়।



এই বিষয়টি অর্গানাইজড করেছেন ISAAA এবং সাউদইস্ট এশিয়ান রিজিওনাল সেন্টার ফর গ্রাজুয়েট স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন এগ্রিকালচার (SEARCA)।

অধিক জানার জন্য SEARCA বায়োটেকনোলজি তথ্য সেন্টারে ([bic@agri.searca.org](mailto:bic@agri.searca.org)) যোগাযোগ করুন।

**Read CBD's press release**

<http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14381>

খবর

বিশ্ব

## প্রতিবেদনে জিএম খাদ্যের নিরাপত্তা টেস্টিং মার্কেটের গ্লোবাল ট্রেন্ডস্ ও ফোরকাস্ট বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে

রিসার্স এবং মার্কেট কতৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৫ সালে জিএম ফুড সেইপটি মার্কেট এর পরিমাণ ইউএস ডলার ১.৩৬ বিলিয়ন যা ২০২০ সালে ১.৯৯ বিলিয়ন এ উন্নিত হবে। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড সেইপটি টেস্টিং মার্কেট বাই ট্রেইট (স্টাকটড, হার্বিসাইড টলারেঙ্গ, ইনসেস্ট রেসিসটেন্স), টেকনোলজী (পলিমারেজ চেইন রিয়েকশন, ইমিউনোআসি), ক্রপ এন্ড প্রসেসড ফুড টেসটেট এন্ড বাই রিজিওন- গ্লোবাল ট্রেন্ড এন্ড ফোরকাস্ট, ২০২০।



বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের বিষয়সমূহ বাজারজাতকরণকে ক্ষতিগ্রস্ত কওে যেমন, উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য দ্রব্যও চাহিদা, জিএমও খাদ্য সম্পর্কে ভোক্তাদের সচেতনতা, এবং নতুন জিএম ফসল এবং খাদ্য সম্পর্কিত নতুন কলাকৌশল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমেরিকাতে মডার্ন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং জিএম ফুড সেইপটি টেস্টিং দ্বারা বিস্তৃত ধরনের খাদ্য পরীক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রে জিএম ফুড সেইপটি টেস্টিং এ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধিশীল মার্কেটের দেশ, এবং মূল্যের দিক দিয়ে ইউরোপের মধ্যে দ্বিতীয়। বৈশিষ্টের দিক বিবেচনা করলে, ২০১৪ সালে স্টাকড বৈশিষ্টটি জিএম ফুড সেইপটি টেস্টিং মার্কেটে অধিক পরিমাণে ছিল, যার পরবর্তীতে ছিল হার্বিসাইড টলারেঙ্গ এবং ইনসেস্ট রেসিসটেন্স।

বিস্তারিত জানার জন্য [রিসার্স এন্ড মার্কেট পড়ুন](http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14393)।

ভিজিট করুন <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14393>

আমেরিকা

## উদ্ভিদজাত জৈবপ্রোডাক্ট এর জন্য বৈজ্ঞানিকগণ সক্রিয় নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছেন

নর্থ টেক্সাস (UNT) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ উদ্ভিদজাত জৈবপ্রোডাক্ট সৃষ্টির জন্য একটি নতুন সক্রিয় পন্থা আবিষ্কার করেছেন। দলটি ব্রাকাইপডিয়াম নামক একটি দ্রুত বৃদ্ধিশীল মডেল ঘাসে (সিকুয়েলড জিনোম বিদ্যমান) কতকগুলি এনজাইমকে লক্ষ্য করেন যেগুলি এমাইনো এসিডকে লিগনিন এ পরিণত করে। লিগনিন হলো এমন একটি উপাদান যা উদ্ভিদকে কাঠল এবং দৃঢ় করে, যদিও এটি জৈবজ্বালানী তৈরীতে ফিডস্টক প্রক্রিয়াজাতকরণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে তথাপি এটি বিভিন্ন ধরনের কার্বন ফাইবার সহ জৈবপ্রোডাক্ট সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।

নর্থ টেক্সাস (UNT) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট রিসার্চ প্রফেসর রিচার্ড ডিব্লন বলেন “যেহেতু আমরা বিভিন্ন এমাইনো এসিড লিগনিন এ রূপান্তরের বিষয়ে গবেষণা করেছি, ঘাসে লিগনিন তৈরীর আরও অন্য কোন নতুন, অনাবিস্কৃত পন্থা থাকতে পারে।” একটি নতুন পন্থা বলতে বুঝায় উদ্ভিদে অধিক লিগনিন এর উপস্থিতি যা বর্তমান পন্থায় নেই, অর্থাৎ ঘাসে লিগনিন মডিফাই এর অতিরিক্ত পন্থা। এই বিষয়টি উচ্চ মূল্যের অধিক পরিমাণে জৈবপ্রোডাক্ট সিনথেসিস এ নতুন সুযোগ আনয়ন করে যা বায়োএনার্জি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটায়।

UNT ওয়েবসাইটে এ ব্যাপারে অধিক তথ্য রয়েছে।

ভিজিট করুন <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14397>

## বিজ্ঞানিগণ গাজরের সম্পূর্ণ জিনোম আবিষ্কার করেছেন

উইসকনসিন-মাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল সিমন্স এর নেতৃত্বে এক দল বৈজ্ঞানিক গাজরের সম্পূর্ণ জেনেটিক কোড আবিষ্কার করেন, যা *নেচার জেনেটিকস্* প্রকাশিত হয়েছে। গাজরের জিনোমে ৯টি ক্রোমোজোম সম্বলিত ৩২,০০০ জিন সজ্জা আছে, যেগুলো পেস্ট এবং রোগ প্রতিরোধী, রঙিন কেরোটিনয়েডস্, এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য কোড করা হয়েছে।

ডসমন্স বলেন, “ফসল হিসেবে গাজর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা জানি এটি পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উৎস যেমন, বিশেষ করে ভিটামিন এ”। এখন আমাদের সুযোগ এসেছে বেশ গভীরে গবেষণা করার এবং ফসলটির উন্নয়নের জন্য একটি অতিরিক্ত উপায়।

বর্তমানের কমলা বর্ণের গাজর একসময় সাদা ছিল এবং বনে পাওয়া যেত। প্রথম গাজর উৎপাদনের রেকর্ড পাওয়া যায় ১১০০ বছর পূর্বে মধ্য এশিয়ায় যাহা পার্পল এবং হলুদ বর্ণের ছিল। কমলা বর্ণের গাজর ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম চাষকৃত গাজর কেন পার্পল এবং হলুদ ছিল তার কোন কারণ গবেষণা করে পাওয়া যায় নাই যদিও এটা প্রমাণিত যে, এটি ইহার গন্ধের জন্য নয় কারণ বর্ণ এবং গন্ধের জন্য কোড করা জিনের মধ্যে কোন মিল পাওয়া যায় নি। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কমলা বর্ণের মাত্রতিরিক্ত প্রকাশ একটি ক্রমান্বিত ফলাফল যা সাধারণত ইভালুয়েশন এর মাধ্যমে হয় নাই। একটি জিন (Y) সনাক্ত করা হয়েছে যার কারণে গাজর সাদা এবং হলুদ অথবা কমলা হয়, এর ভেরিয়েশন কেরোটিনয়েডস্ জমা হতে সাহায্য করে।



Source: Phil Simon, UW-Madison/USDA-ARS

উইসকনসিন-মাডিসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মেডিয়া পড়ুন।

ভিজিট করুন <http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14394>

## এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়

### পাকিস্তানের পাঞ্জাব সীড কাউন্সিল বিটি এবং নন-বিটি তুলা জাতের অনুমোদন পেয়েছে

১৮-তম সংবিধান সংশোধনীর পর জাতীয় বায়ো-সেপ্টি কমিটির (NBC) অনিশ্চিত অবস্থার জন্য মে মাসের ২, ২০১৬ তারিখে পাঞ্জাব সীড কাউন্সিল (PSC) অস্থায়ীভাবে ২ বছরের জন্য ১১ টি বিটি এবং ২ টি নন-বিটি তুলা বীজের জাতের অনুমোদন পেয়েছে। পেটেভে সংরক্ষণ আইন না থাকায় এই নতুন বীজ প্রযুক্তি পাকিস্তানে কোন মাল্টিনেশোনাল কর্পোরেশনের দ্বারা পরিচিতি পায়নি। তুলা জাতের সবগুলো স্টেইন অথ্যাৎ ২৯ টি জাতের যেমন বিটি তুলা ২৭টি এবং নন-বিটি তুলা ২টির সবগুলোই সরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সেকটর দ্বারা উন্নয়ন হয়েছে। পাঞ্জাব সীড কাউন্সিল (PSC) এর ৪৬-তম মিটিং এ এই অনুমোদন কার্যকরী হয়। এই ২৯টি তুলা বীজের জাতের মধ্যে আছে BH-178, BH-184, MNH-886, FH-114, FH-118, FH-142, PH-Lalazar, MNH-988, VH-259, VH-305, CA-12, CIM-598, CIM-599, CIM-602, CEMB-33, BS-52, IUB-13, MM-58, IUB-222, KZ-181, IR-NIAB-824, IR-NIBGE-901, IR-NIBGE-3, LEADER-1, A-555, AGC-777 এবং ২টি নন-বিটি তুলা জাত হলো CYTO-124 and NIAB-2008.

এই নতুন জাতের তুলা বীজ দেশে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। তুলা কমিশনার ড. খালিদ আব্দুল্লা ব বলেন পাকিস্তানে ২০১৫-১৬ সিজনে তুলা উৎপাদন ৩৫% কমে গিয়েছে। এপ্রিল ২০১৬ তারিখে জাতীয় বায়ো-সেপ্টি কমিটির (NBC) কর্তৃক পূর্বে অনুমোদিত বিটি জাতগুলো বাণিজ্যিকরনের লাইসেন্স পেয়েছে।

পাকিস্তানের জৈবপ্রযুক্তি তত্ব কেন্দ্র থেকে অধিক তথ্য পাওয়া যাবে।

বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন:

<http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14390>

মে ১৮, ২০১৬ ইং

## এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয়

### সংসদীয় রিপোর্ট অস্ট্রেলিয়ার কৃষি ইনোভেশনের গুরুত্ব নিশ্চিত করেছে

কৃষি ও শিল্প বিষয়ক অস্ট্রেলিয়ার লোকসভার স্থায়ী কমিটি কর্তৃক “স্মার্ট ফার্মিং-ইনকোয়ারী ইনস্ট্রু এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন” নামে একটি নতুন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটিতে কৃষিতে নতুন কলাকৌশলের গুরুত্ব, জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফসল (জিএম) চাষাবাদে দেশের স্বগিতাদেশ বাতিলের প্রয়োজনীয়তা এবং যথোপযুক্ত ঝঁকি-তুল্য প্রবিতান সমূহের মূল্যায়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে। সম্পাদিত তদন্তটি অস্ট্রেলিয়ার কৃষকদেরকে উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে সামনের সারিতে থাকাকে নিশ্চিত করেছে যা উৎপাদনশীলতা, টিকসই/যোগ্যযোগীতা, দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে। নিরীক্ষণটিতে বলা হয়েছে যে, স্বগিতাদেশের ফলে জিএম প্রডাক্ট এর বাজারজাতকরণের পন্থা নিম্নমানের দিকে চলে যাওয়ায় ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠান অর্থ লঙ্ঘিতে নিরোৎসাহিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে যে, বর্তমানের জিটিআর এর পরামর্শ অনুযায়ী জিন প্রযুক্তি এবং জিএম অর্গানিজম সম্পর্কে সহজ সরলভাষায় তথ্য সরবরাহ মানুষের সচেতনতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে।

অধিক তথ্যের জন্য “ক্রপলাইফ মেডিয়া রিলিজ” পড়ুন। প্রতিবেদনটি “” থেকে সহজে ডাউনলোড করা যাবে।

বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন:

<http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14415>

## বিটি তুলা প্রযুক্তি গ্রহনের ফলে পাকিস্তানে মহিলা শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়ে

জার্মানির জর্জ আগস্ট ইউনিভার্সিটি অফ গটিনজেন এর বৈজ্ঞানিক মতিন কাইম পাকিস্তানের ইসলামাবাদের দুইটি প্রতিষ্ঠান কোমসেটস ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজী এবং ইন্টারনেশনাল লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর গবেষকদের নিয়ে একত্রে একটি গবেষণা করেন যাহা ছিল বিটি তুলা জাত গ্রহনের ফলে পাকিস্তানে মহিলা শ্রমিকের কর্মসংস্থানের উপর কি ধরনের প্রভাব পরে। গবেষকগণ মাঠ জরিপ ডাটা ব্যবহার করেন এবং ডাটা এনালাইসিসের জন্য ডাবল - হার্ডল রিগ্রেশন মডেল ব্যবহার করেন। ফলাফল হিসেবে দেখা যায় যে, বিটি তুলা গ্রহনের ফলে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের চাহিদা ৫৫% বেড়ে গিয়েছে। শ্রমিকের এই চাহিদা বৃদ্ধি মূলত মাড়াইকৃত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। পাকিস্তানে বিটি তুলা সাধারণত হাতে মাড়াই করা হয়ে থাকে যা প্রাথমিকভাবে মহিলা শ্রমিকেরা সম্পাদন করে। অতএব, এই ফলাফল এটিই প্রমাণ করে যে, বিটি প্রযুক্তি অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

নিউ বায়োটেকনোলজী এর ফলাফল পড়ুন।

বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন:

<http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14416>

## কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বাংলাদেশে বায়োটেক প্রচেষ্টার উপর বক্তব্য দেন

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বিগত মে মাসের ১২, ২০১৬ তারিখে ঢাকাস্থ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এ অনুষ্ঠিত একটি সেমিনার “২০১৫ সালে বায়োটেক ফসলের বিশ্ববাণিজ্যিকরণ এবং বায়োটেক ফসল হাইলাইটস এর ২০তম বার্ষিকী” উদ্বোধন করেন।

সেমিনারে মন্ত্রী চৌধুরী বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র দূরীকরণে জন্য বিজ্ঞানসম্মত নতুন প্রযুক্তি ও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কৃষক পর্যায়ে উন্নত জাতের বিস্তারে সরকার বায়োটেক নতুন প্রযুক্তি গ্রহনে খুবই সক্রিয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) প্রচেষ্টা এবং কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এর কোলাবোরেশন খুবই সমাদৃত হয়েছে যা বায়োটেকনোলজির সুবিধাসমূহ কৃষক ও ভোক্তাদের মাঝে বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, বিশেষ করে বিটি বেগুন।



উক্ত সেমিনারো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ISAA এর গ্লোবাল কোঅর্ডিনেটর ড. রেনডি হেওটা, মালয়েশিয়ার বায়োটেকনোলজী ইনফরমেশন সেন্টার (MABIC) এর নির্বাহী পরিচালক, ড. মাহালেৎচুমি অর্জুনান এবং সাউদ এশিয়া

বায়োটেকনোলজী সেন্টার এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ভাগিরাত চৌধুরী। ড. জি পি দাস সেমিনার অর্গানাইজেশন এর ফেসিলিটের হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ, ভোক্তাগণ এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

BARI, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC), এবং ইন্টারনেশনাল সার্ভিস ফর দা একুইজিশন অন্ড এগ্রি-বায়োটেক এপ্লিকেশন (ISAA) একত্রে এই সেমিনার আয়োজন করেন।



অধিক ইভেন্টের জন্য বাংলাদেশের কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS) এ প্রকাশিত আর্টিক্যাল পড়ুন।

বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন:

<http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14429>

মে ২৫, ২০১৬ ইং

## ইউরোপ

### রয়েল সোসাইটি জিএম উদ্ভিদের একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে

রয়েল সোসাইটি বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে একটি প্যানেল তৈরী করেছে এবং “*জেনেটিক্যালি মডিফাইড (GM) প্ল্যান্ট: কুইসশন এন্ড আনসার*” নামক একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেন। নির্দেশিকাটিতে জরিপের ফলাফল অনুযায়ী জিএম ফসল সম্পর্কে সাধারণ জনগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রশ্নগুলো হলো:

- ফসলের জেনেটিক মডিফিকেশন(GM) কি এবং এটি কিভাবে করা হয়?
- প্রচলিত উদ্ভিদ প্রজনন থেকে জিএম কিভাবে ভিন্ন হয়?
- কি ধরনের জিএম ফসল বর্তমানে চাষাবাদ হচ্ছে এবং কোথায়?

ওয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ভেনকি রামকৃষ্ণনান বলেন “উত্তরগুলো বিস্তৃত আকারে প্রমাণ সহ দেওয়া হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট উদাহরণ টানা হয়েছে। সাধারণত, জিএম পদ্ধতি যখন ব্যবহার করা হয় তখনই সনাক্ত করা দরকার, ফসল যা উৎপাদিত হয় সেগুলি একটা একটা কণ্ডে মূল্যায়ন করা দরকার। জিএম হলো একটি পদ্ধতি, নিজে কোন প্রোডাক্ট নয়। বিভিন্ন জিএম ফসলের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বলা অসম্ভব যে, সকল ধরনের জিএম ফসল ভাল বা খারাপ”

রয়েল সোসাইটির নির্দেশিকাটিকা ডাউনলোড করুন।



বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন:

<http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14445>